শৈলকুপায় জমির মামলা চলাকালেই তৃতীয় পক্ষের দেয়াল নির্মাণের অভিযোগ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায় জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে দুই বিবাদী জেলহাজতে থাকার সুযোগে বিতর্কিত জমিতে জোরপূর্বক সীমানা প্রাচীর নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় প্রভাবশালী দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে। একাধিক মামলা চলমান থাকা সত্ত্বেও এসব তোয়াক্কা না করে তারা নির্মাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা।

মামলার বিবরণ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, শৈলকুপা উপজেলার মহেশপুর মণ্ডলপাড়া গ্রামের আনোয়ারুল ইসলামের সঙ্গে একই গ্রামের মৃত জাফর ইকবালের ছেলে শাহ আলম সাগর ও সবুজ হোসেনসহ তাদের পরিবারের দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলে আসছে। এ বিরোধের জেরে আনোয়ারুল ইসলাম তাদের বিরুদ্ধে চাঁদা দাবি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানোর অভিযোগ আনেন।

পরে আনোয়ারুল ইসলাম বাদী হয়ে দ্রুত বিচার আইনে একটি মামলা দায়ের করেন (মামলা নং—শৈল: দ্রুত, সি/আর-৫২/২৫)। মামলার প্রেক্ষিতে পুলিশ শাহ আলম সাগর ও সবুজ হোসেনকে গ্রেপ্তার করে জেলহাজতে পাঠায়।

অভিযোগ রয়েছে, তারা জেলহাজতে থাকার সুযোগে তাদের সহযোগীরা বিরোধপূর্ণ ওই জমি দখল করে সেখানে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ শুরু করেছেন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীরা শৈলকুপা থানায় একাধিক লিখিত অভিযোগ দিলেও এখন পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে দাবি করেন তারা।

এ বিষয়ে শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির মোল্লা বলেন, জমিসংক্রান্ত বিরোধের ক্ষেত্রে আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকলে সেখানে কোনো ধরনের নির্মাণকাজ করার সুযোগ নেই। এ ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেলে দ্রুত পুলিশ পাঠিয়ে নির্মাণকাজ বন্ধ করা হবে এবং আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা হত্যার বিচারের দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে তেল পাম্পে তেল কেনা নিয়ে বাক-বিতন্ডার জেরে কর্মচারীদের পিটুনিতে নিহত বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক যুগ্ম মুখ্য সংগঠক ফারদিন আহম্মেদ নিরব হত্যার বিচারের দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (১০ মার্চ) সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে সম্মিলিত ছাত্র ঐক্য।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ, নিহত নিরব হোসেনের স্বজন ও ছাত্ররা অংশ নেয়। সেসময় সাবেক ছাত্রনেতা মেহেদী হাসান রাজু, ছাত্র মজলিসের সভাপতি উসামা হক, ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের জেলা সভাপতি আব্দুর রহমানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা, ছাত্র নেতা নিরব হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে জড়িতদের দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবী করেন। একই সাথে বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনায় আটক বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের ৭ নেতাকর্মীর মুক্তি দাবী করেন এবং টার্মিনালে গাড়ি পোড়ানোর সিসিটিভির ভিডিও ফুটেজ জনসমুখ্যে আনার দাবী জানান।

উল্লেখ, গত শনিবার রাতে শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকার তাজ ফিলিং স্টেশনে পেট্রোল কেনা নিয়ে বাক-বিতন্ডার জেরে কর্মচারীদের পিটুনিতে নিহত হয় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঝিনাইদহের যুগ্ম মুখ্য সংগঠক ফারদিন আহম্মেদ নিরব। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা একটি পাম্প ও কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে ৩ টি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। এখন পর্যন্ত হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৩ জন ও তেল পাম্প এবং বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনায় ৭ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

বদলে দেওয়া এক জেলা প্রশাসকের গল্প

একজন জেলা প্রশাসক শুধু প্রশাসনিক প্রধানই নন, তিনি একটি জেলার উন্নয়ন, সুশাসন ও জনসেবার অন্যতম চালিকাশক্তি। অনেক সময় একজন সৎ, সাহসী ও উদ্যোগী জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বেই বদলে যেতে পারে একটি জেলার চিত্র। এমনই এক জেলা প্রশাসকের কর্মতৎপরতায় বদলে যাওয়ার গল্প এখন স্থানীয় মানুষের মুখে মুখে। বলছিলাম ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদের কথা।

জানা গেছে, ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক হিসেবে যোগদান করেন তিনি। দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই জেলার বিভিন্ন সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে শুরু করেন। দীর্ঘদিনের অবহেলা, দাপ্তরিক জটিলতা ও অনিয়মে জর্জরিত সেবাখাতগুলোতে শৃঙ্খলা ফেরাতে শুরু করেন ধারাবাহিক উদ্যোগ। ভূমি অফিসে দালালচক্রের দৌরাত্ম্য কমাতে নিয়মিত অভিযান, সরকারি সেবা সহজ করতে ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার এবং জনভোগান্তি কমাতে সরাসরি তদারকি—সব মিলিয়ে প্রশাসনে আসে নতুন গতি।

এ ছাড়া অবৈধ দখল, মাদক কারবার ও বিভিন্ন অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেন জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ। ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান জোরদার করা হয়। একই সঙ্গে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের জবাবদিহির আওতায় আনা হয়। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশাসনের প্রতি আস্থা বাড়তে শুরু করেছে।

শুধু আইন-শৃঙ্খলা নয়, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডেও দেখা গেছে তার সক্রিয়তা। জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে নেওয়া হয়েছে একাধিক উদ্যোগ। নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে তিনি সরাসরি মানুষের সমস্যা শুনছেন এবং তাৎক্ষণিক সমাধানের চেষ্টা করছেন।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চমক দেখিয়েছেন জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ। দেশের অন্যতম অপরাধপ্রবণ এ জেলায় রক্তপাতহীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে প্রশংসিত

হয়েছেন তিনি।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, আগে যেখানে কোনো সমস্যার সমাধান পেতে দীর্ঘদিন ঘুরতে হতো, এখন অনেক ক্ষেত্রেই দ্রুত সেবা পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রশাসনের দূরত্ব কমিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন এই জেলা প্রশাসক।

জেলা সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও মানবাধিকার কর্মী আনোয়ারুজ্জামান আজাদ বলেন, সুশাসন, স্বচ্ছতা ও মানবিক নেতৃত্বের মাধ্যমে একটি জেলার চিত্র বদলে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা তিনি শুরু করেছেন, তা অনেকের কাছেই নতুন আশার বার্তা হয়ে উঠেছে। জেলার মানুষ এখন আশা করছেন, এমন উদ্যোগ অব্যাহত থাকলে উন্নয়ন ও সেবার দিক থেকে আমাদের এই জেলা আরও এগিয়ে যাবে।

বাসে অগ্নিসংযোগের মামলায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি-সম্পাদকসহ ৭ নেতা গ্রেপ্তার

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক নেতা ফারদিন আহম্মেদ নিরব হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা তিনটি বাসে অগ্নি সংযোগের ঘটনায় ঝিনাইদহ জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি সাইদুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান জীবনসহ সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে গয়েন্দা পুলিশ। পেট্রোল পাম্প ভাঙচুর ও তিনটি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দায়ের করা পৃথক দুটি মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

সোমবার দুপুরে ঝিনাইদহ সদর থানায় বাস মালিকের পক্ষে সাইফ নোমান এবং সৃজনী ফিলিং স্টেশনের পক্ষে শামসুল কবীর মিলন বাদী হয়ে মামলা দুটি করেন। জেলা পুলিশ সুপার মাহফুজ আফজাল স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন ঝিনাইদহ জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি সাইদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান জীবন, যুগ্ম আহ্বায়ক এজাজ হাসান, অন্তর মাহমুদ, ‘দ্য রেড জুলাই’- এর আহ্বায়ক আবু হাসনাত তানাঈম, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক হুমায়ন কবির, তাশদিদ হাসান ও রাসেল।

পুলিশের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ৭ মার্চ ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদের মালিকানাধীন ‘তাজ ফিলিং স্টেশন’-এ তেল নিতে গিয়ে কর্মচারীদের হামলার শিকার হয়ে নিহত হন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মী ফারদিন আহম্মেদ নীরব।

নীরব হত্যার পর উত্তেজিত নেতাকর্মীরা একই মালিকের ‘সৃজনী ফিলিং স্টেশন’-এ হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেন। পুলিশের দাবি, ঘটনার দিন রাত সোয়া তিনটার দিকে বাস টার্মিনালে দাঁড়িয়ে থাকা ‘রয়েল পরিবহন’-এর দুটি ও ‘জে-লাইন পরিবহন’-এর একটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সিসিটিভি ফুটেজ ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে হামলাকারীদের শনাক্ত করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এর আগে নিরব হত্যা মামলায় ৩জন গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বষয়টি নিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক তারেক রেজা বলেন, আমরাও চাই প্রকৃত অপরাধীর বিচার হোক। তবে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে অনেকেই নিরপরাধ। হত্যার ঘটনার চেয়ে ভাঙচুরের বিষয়টিকে বড় করে দেখা হলে তা হবে দুঃখজনক। আমরা চাই সঠিক তদন্তের মাধ্যমে নিরপরাধ কেউ যেন হয়রানির শিকার না হন।

ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কে জায়গা পাচ্ছে ইটের সলিং!

দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়ক। যেখানে থাকার কথা মসৃণ পিচঢালা সড়ক, সেখানে দেখা যাচ্ছে ইটের সলিং। কোথাও পুরো রাস্তা জুড়ে, কোথাও আবার বড় বড় গর্ত ভরাটে

ব্যবহার করা হয়েছে ইট। এতে একদিকে যেমন যানবাহনের গতি কমছে, অন্যদিকে বাড়ছে দুর্ঘটনার ঝুঁকি ও জনদুর্ভোগ। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলছে, বরাদ্দ না থাকায় এটি সাময়িক ব্যবস্থা। তবে দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে সড়কের মান ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে।

জানা গেছে, ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের মোট ৪৭ কিলোমিটারের মধ্যে ঝিনাইদহ অংশে রয়েছে ২৪ কিলোমিটার। এই মহাসড়ক দিয়ে প্রতিদিন উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের অন্তত ৩ হাজার যানবাহন চলাচল করে। মহাসড়কের অধিকাংশ জায়গা খানাখন্দে ভরা। আবার অনেক জায়গায় পিচ উঠে যাওয়ায় সেখানে ইটের সলিং তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে শহরের আরাপপুর এলাকায় ৮০০ মিটার, ভাটইবাজারে ৬৫০ মিটার, গাড়াগঞ্জে ২০০ মিটার ও শেখপাড়া এলাকায় প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা ইটের সলিং দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তবে ভারী যানবাহন চলাচলের কারণে অল্পদিনেই ইটের সলিং উঠে গেছে।

সরেজমিন গিয়ে দেখা গেছে, ব্যস্ত মহাসড়কের বিভিন্ন অংশে পিচ উঠে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় খানাখন্দ। এসব জায়গায় বালু ফেলে তার ওপর ইট বিছিয়ে তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী চলাচলের পথ। ভারী যানবাহন চলাচলে ইট সরে গিয়ে তৈরি হচ্ছে আবার নতুন গর্ত। ফলে ওই মহাসড়ক দিয়ে চলাচলরত যানবাহনকে বারবার গতি কমাতে হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে যানজটও। বিশেষ করে রাতের বেলায় ইটের উঁচুনিচু অংশ চোখে না পড়ায় ঘটছে ছোট-বড় দুর্ঘটনা।

ওই মহাসড়ক দিয়ে যাতায়াতকারী আবির আহমেদ নামের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী বলেন, “আগে ঝিনাইদহের হামদহ থেকে ক্যাম্পাসে পৌঁছাতে ২০ থেকে ২৫ মিনিট সময় লাগত। এখন রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে এক থেকে দেড় ঘণ্টাও ক্যাম্পাসে পৌঁছাতে পারি না। অনেক সময় ক্লাস শুরু হয়ে যায়। গত দুই বছর ধরে আমাদের এমন ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।”

স্থানীয় গড়াই পরিবহনের চালক ওসমান আলী বলেন, “এমন মহাসড়ক এর আগে আমাদের দেখতে হয়নি। পিচঢালা সড়কে হঠাৎ ইটের সলিং থাকায় গাড়ির যন্ত্রাংশ দ্রুত নষ্ট হচ্ছে। গাড়ি নিয়ে ঝাঁকুনি খেতে খেতে চলতে হয়, ব্রেক কষলেও পিছলে যায়। ফলে আমাদের খুব ধীরে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। এজন্য যাত্রাসময় বেড়ে যাচ্ছে। একই অবস্থা মাসের পর মাস ধরে, স্থায়ী মেরামতের দেখা মিলছে না।”

জেলা সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি আনোয়ারুজ্জামান আজাদ বলেন, “মহাসড়কে ইটের সলিং কোনোভাবেই টেকসই বা নিরাপদ সমাধান নয়। ভারী যানবাহনের চাপ সহ্য করার মতো শক্তি ইটের স্তরে থাকে না। ফলে দ্রুত ক্ষয় হয় এবং সড়ক আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমরা দেখেছি সরকার বিগত সময়ে সড়ক-মহাসড়ক সংস্কারের জন্য মোটা অঙ্কের টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ এই মহাসড়ক সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেয়নি সংশ্লিষ্টরা।”

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী হাফিজুর রহমান বলেন, “ওই সময়ে মহাসড়ক সংস্কারের জন্য আমাদের যথাযথ বরাদ্দ ছিল না। তাই মহাসড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশে চলাচল সচল রাখতে সাময়িকভাবে ইটের সলিং দেওয়া হয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “ইতোমধ্যে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের উন্নয়ন কাজের জন্য বরাদ্দ চেয়ে আবেদন করা হয়েছে। বরাদ্দ পেলে শিগগিরই ঠিকাদার নিয়োগ করে সংস্কারকাজ শুরু করা হবে।”

কালীগঞ্জে স্বতন্ত্র প্রাথীর ইফতার মাহফিলে ১৪৪ ধারা জারি

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ইফতার মাহফিলকে কেন্দ্র করে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। জেলা অতিরিক্ত ম্যাজেষ্ট্রেট সবির কুমার স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ ১৪৪ ধারা জারির বিষয়টি জানানো হয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঝিনাইদহ-৪ আাসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচন করা সাইফুল ইসলাম ফিরোজ এ ইফতার মাহফিলের আয়োজন করেন। তিনি কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। দলের আদেশ অমান্য করে দলীয় প্রার্থীর বিপক্ষে নির্বাচন করায় তাকে দল থেকে বহিস্কার করা হয়।

সাইফুল ইসলাম ফিরোজ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সফলতা ও প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় কোরআন খতম, দোয়া ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করেন। প্রস্তুতি হিসাবে কালীগঞ্জ নলডাঙ্গা স্ট্যান্ডের পাশে ফাঁকা স্থানে বিশাল প্যান্ডেল ও মঞ্চ তৈরি

সম্পন্ন করেন। গতকাল রোববার দুপুর থেকে হাফেজরা কোরআন তেলওয়াত শুরু করে।

এদিকে উপজেলা কৃষক দলের পক্ষ থেকে একই স্থানে ইফতার মাহফিলের ঘোষনা দেন। ফলে দুই পক্ষের একই স্থানে অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা দেখা দেয়। ফলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এদিকে ফিরোজের মাহফিলে হামলা হতে পারে আশঙ্কায় পুলিশ এসে তাদের অনুষ্ঠান বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দেন। দুপুরের পর থেকে ১৪৪ ধারা জারির বিষয়টি স্থানীয়দের অবগত করতে শহরে মাইকিং করা হয়।

সাইফুল ইসলাম ফিরোজ বলেন, আমি শহীদ জিয়াউর রহমানের আদর্শে গড়ে ওঠা সৈনিক। বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের নেতৃত্বে রাজনীতি করি। আমি তারেক রহমানের সফলতা ও থালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় কর্মসূচীর আয়োজন করেছিলাম। এখন আপনাদের মাধ্যমে শুনছি ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

সাইফুল ইসলাম ফিরোজ বলেন, আমরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় মাহফিল না করে অনত্রে করার ব্যবস্থা নিয়েছি।

কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বার্হী অফিসার রেজওয়ানা নাহিদ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন জনসাধারনের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে প্রশাসন থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে তেল পাম্প কর্মচারীদের পিটুনিতে যুবক নিহতের ঘটনায় গ্রেফতার-৩

ঝিনাইদহে তেল পাম্পে কর্মচারীদের পিটুনিতে যুবক নিরব হত্যার ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। গত শনিবার রাতে নিহতের পিতা বাদী হয়ে ৪ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতদের আসামী করে সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। এ ঘটনায় আটক ৩ জনকে ওই মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলো-সদর উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়নের বারইখালী

গ্রামের নাসির উদ্দিনের ছেলে,আড়ুয়াকান্দি গ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে রবিজুল ইসলাম ও সুরাট ইউনিয়নের কাস্টসাগরা গ্রামের সাফিয়ার রহমানের ছেলে দাউদ হোসেন।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি সামসুল আরেফীন জানান, যুবক নিহত হওয়ার শনিবার রাতেই নিহতের পিতা আলিমুর বিশ্বাস বাদী হয়ে ৪ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতদের আসামী করে সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় আটককৃত ৩ জনকে গ্রেফতার দেখানো হয়।

উল্লেখ্য শনিবার রাতে শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকার তাজ ফিলিং স্টেশনে বোতলে তেল কিনতে যান কালীগঞ্জ উপজেলার বাদুরগাছা গ্রামের যুবক নিরব হোসেন। এ সময় পাম্পের কর্মচারীরা তেল দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। যুবক নিরব হোসেন কিছুক্ষণ পরে আবারও তাজ ফিলিং স্টেশনে যান। এ সময় অন্য এক ব্যক্তিকে বোতলে তেল দিতে দেখে প্রতিবাদ করেন ওই যুবক। এরপর পাম্পের কর্মচারীরা লাঠি দিয়ে নিরবকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত নিরব ঝিনাইদহ শহরের সরকারি বালক বিদ্যালয়ের পাশে ফাস্টফুডের ব্যবসা করত।

নিহত নিরব বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এ ঘটনার পর বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ আরাপপুরে একটি ফিলিং স্টেশন ভাংচুর ও রাতে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে ৩ টি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। অপরদিকে বাসে আগুন দেওয়ার প্রতিবাদ রোববার সকালে ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়ক অবরোধ করে শ্রমিকরা। এতে বন্ধ হয়ে যায় ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের সকল প্রকার যানচলাচল। সড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়ে সাধারণ যাত্রীরা। পরে বাসে আগুন দেওয়ার সাথে জড়িতদের গ্রেফতারের আশ্বাসে ২ ঘন্টা পর অবরোধ তুলে দেয় শ্রমিকরা।

ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে মানববন্ধন ও রিক্সা র্যালী

‘আজকের পদক্ষেপ, আগামীর ন্যায়বিচার, সুরক্ষিত হোক নারী ও কন্যার অধিকার’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত হয়েছে।

ওয়েলফেয়ার এফোর্টস (উই)’র আয়োজনে গ্তকাল রোববার সকালে শহরের কেন্দ্রীয় গোরস্থানের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে মানবাধিকার কর্মী, নারী উদ্যোক্তাসহ নানা শ্রেণীপেশার মানুষ অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এন এম শাহজালাল, এডাব’র সভাপতি এনামুল কবির বাবলু, ওয়েলফেয়ার এফোর্টস (উই)’র পরিচালক শরিফা খাতুনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ ও নারীদের অধিকার রক্ষায় সকলকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান। পরে সেখান থেকে একটি রিক্সা র্যালী বের করা হয়। র্যালিটি শহরের হামদহ মোড় ঘুরে, চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ট হয়ে পায়রা চত্বর পদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

ঝিনাইদহে যুবক নিহতের ঘটনায় বাসে আগুন-ভাংচুর, প্রতিবাদে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

ঝিনাইদহে তেল পাম্পে কর্মচারীদের মারধরে যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর রাতে ৩টি বাসে আগুন দিয়েছে বিক্ষুদ্ধ ছাত্র-জনতা। এর প্রতিবাদে সকালে সড়ক অবরোধ করে ঝিনাইদহের বাসের শ্রমিকরা।

গ্তকাল রোববার সকালে শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে এ সড়ক অবরোধ শুরু হয়।

শ্রমিকরা সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে পোড়া বাস নিয়ে অবরোধ শুরু করে। এতে বন্ধ হয়ে যায় ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের সকল প্রকার যানচলাচল। সড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়ে সাধারণ যাত্রীরা। পরে বাসে আগুন দেওয়ার সাথে জড়িতদের গ্রেফতারের আশ্বাসে ২ ঘন্টা পর অবরোধ তুলে দেয় শ্রমিকরা।

উল্লেখ, গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় শহরের তাজ ফিলিং স্টেশনে তেল নেওয়াকে কেন্দ্র করে পাম্পের কর্মচারীদের পিটুনিতে নিহত হয় ফারদিন আহম্মেদ নিরব নামে এক যুবক। এ ঘটনায় রাতে শহরের আরাপপুরে একটি তেল পাম্প ভাংচুর ও রাত ২ টার দিকে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে ৩ টি বাসে আগুন নেয় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যরা।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মাহফুজ হোসেন বলেন, রাতে বাসে যারা আগুন দিয়েছে তাদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

পুলিশ আশ্বাস নেওয়ার পর রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে শ্রমিকরা। এবিষয়ে শহরের সুধিজনরা নাম প্রকাশ না করার সর্তে বলেন কথায় কথায় তারা বাস দোকান-পাঠ, বাসা বাড়িতে আগুন দেবে এটা মেনে নেওয়া যায়না। যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় যখন সারা শহরে শোক ও প্রতিবাদ চলছে সেই সুযোগে বৈসম্যবিরোধী নামধারী কয়েকজন ছাত্র-যুবক বাসে আগুন দিয়ে তিনটি বাস পুড়িয়ে দিয়েছে।

এর আগে পোষাকের সোরুম বন্ডে আগুনসহ কয়েকজনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও বাড়িতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া একই সূত্রে গাথা। সব অপরাধের দৃষ্টান্ত মূলক বিচার দাবী করেন তারা।

ঝিনাইদহে তেল নিতে গিয়ে সেলসম্যানদের পিটনিতে এক যুবকের মৃত্যু

ঝিনাইদহে মোটরসাইকেলের পেট্রোল নিতে গিয়ে ফিলিং ষ্টেশন কর্মচারীদের সাথে বাগ বিতন্ডার জেরে তাদের লাঠির আঘাতে মোটরসাইকেল চালক ফারদিন আহম্মেদ নিরব (২৩) নামে এক বৈষম্য বিরোধী এক ছাত্রনেতার মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার রাত পৌণে ৯টার দিকে ঝিনাইদহ-ঢাকা মহাসড়কের ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় অবস্থিত তাজ ফিলিং ষ্টেশনে মারামারিতে আহত অবস্থায় নিরবকে স্থানীয়রা ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে রাত সাড়ে ৯টার দিকে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

নিহত নিরব ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবার এলাকার বাদুরগাছা গ্রামের আলীমুদ্দীনের ছেলে।

ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ সব্যসাচী পাল সুমন বলেন, মুমূর্ষু অবস্থায় নিরব নামে এক রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তার মাথার পিছনে ফোলা যখম ছিল। হাসপাতালে নিয়ে আসার সময় তার হালকা পালস পাওয়া গিয়েছিল। রাত ৯:২৫ মিনিটে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করা হয়। আন্তঃ রক্তক্ষরণের কারণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ওই ছেলে দুজন বন্ধুসহ মোটরসাইকেলে তেল নিতে গেলে পাম্পের সেলসম্যানেরা তাকে তেল দেয়নি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সেলসম্যানেরা বোতলে তেল ভরছিল। সেটা দেখে আবারও পাম্পে যেয়ে বোতলে তেল ভরা ও মোটরসাইকেলে তেল না দেওয়ার কারণ জানতে জিজ্ঞাসা করলে সেলসম্যানদের সাথে বাগ-বিতন্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে তাকে বাশের লাঠি দিয়ে মারা শুরু করে। পরে সে লুটিয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় স্থানীয় ব্যক্তি ও বন্ধুরা।

ঝিনাইদহ সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাহফুজ হোসেন বলেন, ফরদিন আহমেম্দ নিরব নামের ছেলেটি টার্মিনাল এলাকার তাজ ফিলিং

ষ্টেশনে মোটরসাইকেলের তেল নিতে গেলে ফিলিং ষ্টেশনের সেলস ম্যানদের সাথে হট্টগোল বাধে। একপর্যায়ে সেলসম্যানেরা তাকে পিটিয়ে আহত করে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে কিছুক্ষণের মধ্যে সে মারা যায়। আমি ফিলিং ষ্টেশনে পরিদর্শন করেছি। তাজ ফিলিং ষ্টেশনের ৩জন সেলসম্যানকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। নিহতের পুরো পরিচয় পাওয়া যায়নি।

এর আগে শনিবার দুপুর থেকেই ঝিনাইদহের ৩৩টি ফিলিং ষ্টেশনের মধ্যে প্রায় ২৮টিতে তেল বিক্রি বন্ধ করা হয়। ঝিনাইদহ জেলা শহর ঘেষা মাত্র ২টি ফিলিং ষ্টেশনে সীমিত পরিমাণে তেল বিক্রি চালু ছিল।

নিহতের রাজনৈতিক পরিচয় নিশ্চিৎ করে ঝিনাইদহ জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক সাইদুর রহমান বলেন, আন্দোলনের সময় নিরব প্রথম সারিতে সক্রিয় ছিল। তার বাড়ি ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজার এলাকায়। বর্তমানে শহরের আদর্শ পাড়ার বকুলতলা এলাকার একটি মেসে থাকতো।